যুগান্তর

তারিখ 21 MAY 2009
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন

বিগত তত্ত্বাবধায়ক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ প্রশংসিত হইয়াছিল বিশেষভাবে। উহা পাসের উদ্যোগ না লইবার কারণ বোধগম্য নহে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূতন করিয়া একই ধরনের একটি বিল প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের উপর জোর দিয়াছেন। প্রায় দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে বলিয়া তথ্য দাবি করে—এই ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট শাসনামলে যাচাই-বাছাই না করিয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের পূর্ববর্তী শাসনামলে তদ্রূপ হয় নাই বলিয়া দাবির বিষয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়তো আপত্তি তুলিবে। এই ক্ষেত্রে ইউজিসির বক্তব্য গুরুত্ব পাইলেই আমরা খুশি হইব। তাহারা মনে করেন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সংসদের আগামী অধিবেশনেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য গোটা শিক্ষার মান লইয়াই উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হইলেও উহার সদ্ব্যবহার হইতেছে বলা যায় না। সরকার এই ক্ষেত্রে কঠোর হইলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইবে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে একটি কমিটি গঠনপূর্বক কাজ শুরু করিয়াছে সরকার। একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নে গাইডলাইন দেওয়া হইয়াছে কমিটিকে। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের আন্তরিকতাও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখিবে। এমতাবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের উদ্যোগ আশা জাগাইবে সংশ্লিষ্টদের মনে। ইউজিসি এই বিষয়ে একই দিন একটি সেমিনার আয়োজন করিয়া উহাতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিকেও বক্তব্যদানের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক পক্ষ অবশ্য অবস্থান পরিবর্তন করে নাই। তাহারা মনে করেন, ১৯৯৮ সালের সংশোধিত আইনই এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট। উহা যাহাদের হাতে হইয়াছিল, তাহারা পুনরায় ক্ষমতায় আসিয়াছেন। ইহার পূর্বে নির্দলীয় সরকারও আলোচনার ভিত্তিতে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ইউজিসি আয়োজিত সেমিনারে শিক্ষাবিদসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণও নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। সময়ের সহিত বেসরকারি উচ্চশিক্ষা খাতে অনিয়ম বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ উহার প্রমাণ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালাবহির্ভূত কর্মকাণ্ড লইয়া উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোই নাই। সময় বাঁধিয়া দিয়া কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হইয়াছিল, তাহারা যেন সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে। এই ক্ষেত্রে মনে হয় না তেমন অগ্রগতি হইয়াছে। উচ্চ ব্যয়ের বিপরীতে মানসম্মত শিক্ষার দাবিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়াইয়া পড়িতেছে ছাত্র অসন্তোষ। এইরূপ পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক পক্ষকেও বিবেচনায় লইতে হইবে। উচ্চশিক্ষার বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে তাহারা আগাইয়া আসিয়াছেন সন্দেহ নাই। এখন মানোন্নয়নের দিকেও তাহাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নজরদারিতে বর্ধিত স্বাধীনতা দাবি করিয়াছে। উচ্চশিক্ষার সার্বিক মান নিশ্চিত করিতে বলা হইতেছে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের কথা। সুষ্ঠুভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে এই খাতে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সহিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাইতেও উহা কম সহায়ক হইবে না।